143

13 JUN 1994
তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা কলাম

আজকের কাগজ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রক্টরিয়াল আইন আছে, প্রয়োগ নেই

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রক্টরিয়াল আইনের যথাযথ প্রয়োগের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের শৈথিল্যের কারণে ক্রমাগত বাড়ছে অবাঞ্ছিত ঘটনা। শিক্ষার পরিবর্তে লাশ হয়ে বাড়ি ফিরছে শিক্ষার্থীরা। অন্যদিকে বহিরাগতরা দখল করছে হল। প্রকৃত শিক্ষার্থীরা দ্বারে দ্বারে ধর্না দিয়েও হলে সামান্য মাথা গোঁজার ঠাঁই পাচ্ছে না। ফলে শিক্ষার পরিবেশ দারুণভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর ছাত্রছাত্রীদের অধিকার নিয়ন্ত্রণ এবং সংরক্ষণের লক্ষ্যে প্রক্টরিয়াল আইনসহ বিভিন্ন বিধি-বিধান প্রণয়ন করা হয়। যা পরবর্তীতে ১৯৭৩ সালে সংশোধনের মাধ্যমে সিন্ডিকেটের অনুমোদন লাভ করে। প্রক্টরিয়াল আইনের বিধান অনুযায়ী একজন ছাত্র বা ছাত্রীকে আইন-শৃংখলা ভঙ্গের দায়ে মাত্র ২৫ টাকা জরিমানা করার নিয়ম। তাছাড়া প্রক্টর ইচ্ছে করলে অপরাধের ধরন অনুযায়ী ৬ মাসের জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করতে পারেন। তবে এ ক্ষেত্রে অবশ্যই ভিসির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে। সহকারী প্রক্টর ছাত্রছাত্রীদের অপরাধের ধরন অনুযায়ী সর্বোচ্চ ৫ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করার ক্ষমতা রাখেন।

প্রক্টরিয়াল আইন অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ছাত্র বা ছাত্রী ধর্মঘট ডাকতে পারবে না। ইচ্ছাকৃতভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন সম্পদ কিংবা সম্পত্তির ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। প্রক্টরের অনুমতি ব্যতীত ক্যাম্পাসে মিছিল-মিটিং করা যাবে না। এ সব আইন শুধুই খাতায় লেখা সংবিধান। প্রয়োগের বিন্দুমাত্র লক্ষণ পর্যন্ত নেই। ছাত্রদের নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত রাত ৯-৩০ এবং বছরের অন্যান্য সময় রাত ১০-৩০ পর্যন্ত হলে ফেরার নিয়ম। কিন্তু বর্তমানে ছাত্রদের হলগুলোতে প্রবেশের বা বের হবার ক্ষেত্রে যেনো কোন নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই। রাত ১টার পরেও অনেক হল উন্মুক্ত থাকে। হলে কোন ছাত্রের ঘনিষ্ট আত্মীয় এলে হাউস টিউটরের অনুমতি সাপেক্ষে সেই আত্মীয় সর্বোচ্চ ৩ দিন হলে অবস্থান করতে পারবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, আবাসিক হলগুলোতে বছরের পর বছর ধরে আত্মীয় পরিচয় দিয়ে বহিরাগতরা হলে দিব্যি অবস্থান করছে। এ সব বহিরাগতদের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষ কার্যত কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করলেও মাঝে মধ্যে দু'একটি নোটিশ দিয়ে দায়িত্ব শেষ করেন।

বিবাহিত কোন ছাত্রীর হলে থাকার কোন বিধান নেই। তবে ভিসির অনুমতি নিয়ে নির্দিষ্ট কিছু সময়ের জন্যে হলে অবস্থান করতে পারবে। কিন্তু দেখা যায়, ভিসির অনুমতি ছাড়াই বহু বিবাহিত ছাত্রী নির্বিঘ্নে শিক্ষা জীবন শেষ না হওয়া পর্যন্ত হলে বসবাস করছে। ছাত্রছাত্রীরা হলে কোন কাজের লোক রাখতে পারবে না, এবং বৈদ্যুতিক হিটার ব্যবহার করতে পারবে না। কিন্তু আইনকে তোয়াক্কা না করে ছাত্রছাত্রীরা একদিকে যেমন কাজের লোক রাখছে, অন্যদিকে হিটার ব্যবহার করছে।

ছাত্রছাত্রীদেরকে হলে আসার এবং হল থেকে সাময়িক সময়ের জন্যে অন্যত্র চলে যাওয়ার ব্যাপারেও আইন রয়েছে। কিন্তু বাস্তবে কেউই এই আইন মানছে না। ফলে অহরহ ঘটছে অবাঞ্ছিত ও অপ্রীতিকর ঘটনা। বাড়ছে সংঘর্ষের মাত্রা। শিক্ষার পরিবেশ হচ্ছে বিঘ্নিত। এমতাবস্থায় প্রক্টরিয়াল আইনের যথাযথ প্রয়োগ এবং সে সঙ্গে এ আইনের কিছু অংশ সংশোধন ও সংযোজন করাও প্রয়োজন।

❑ হালিম চৌধুরী